182. Rc. 926.3.
BENGAL LIBRARY
11 AUG 1926
WRITERS' BUILDINGS.
CALCUTTA.

বন্দে মাতরম্।

অভয় আশ্রম শিক্ষায়তন।

অনুষ্ঠান পত্র।

অভয় আশ্রম, কুমিল্লা।

182. Rc. 926. 3.
BENGAL LIBRARY
11 AUG 1926
WRITERS' BUILDINGS.
CALCUTTA.

বন্দে মাতরম্।

অভয় আশ্রম শিক্ষায়তন।

অনুষ্ঠান পত্র।

অভয় আশ্রম, কুমিল্লা।

IMPERIAL L

182.Rc.926.3.

অভয় আশ্রম শিক্ষায়তন।

"Education is the manifestation of perfection in man."

মানবের অন্তর্নিহিত পূর্ণতার বিকাশসাধনই শিক্ষা। যে শিক্ষাতে বিদ্যার্থীগণের মস্তিষ্ক, মন, শরীর এবং বিবেকের যুগপৎ উন্নতি সাধন করিবে, তাহাই আদর্শ শিক্ষা। তাহাই শিক্ষার প্রশস্ত ক্ষেত্র—যেখানে অনুকূল ব্যবস্থা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিদ্যার্থীকে তাহারই অন্তর্নিহিত শক্তি ও বৈশিষ্ট্য লইয়া গড়িয়া উঠিতে সাহায্য করে। মস্তিষ্কের অতিরিক্ত পরিচালনা, চিন্তাশক্তির অপরিণত অবস্থাতেই উহার প্রয়োগ এবং সুগঠিত দেহের প্রতি উদাসীন্য প্রভৃতি কারণে বর্ত্তমানে জাতিকে এত পঙ্গু করিয়া ফেলিয়াছে, যে শিক্ষা চিন্তাশক্তির ক্রমোন্নতি সাধন না করিয়া ক্রমাগত তাহার উপর গুরুভারই চাপাইতে থাকে। যে শিক্ষা শক্তির পরিমাণ না করিয়া তদুপরি বোধবিহীন পুনরাবৃত্তির নিষ্পেষণে শিক্ষার্থীর জ্ঞানোপার্জ্জনের অন্তরায় হয়, যে শিক্ষা দুর্ব্বোধ্য বিষয়ের গুরুচাপে অপরিণত-মন-বুদ্ধিবিশিষ্ট শিশুর অগ্রগতি মন্দীভূত করে, সেই শিক্ষা বাস্তব জীবনের সংগ্রাম-ক্ষেত্রে আমাদের কিরূপ সহায়তা করে তাহা আমাদের বর্ত্তমান নিরানন্দ, অসহায়, স্বাস্থ্যহীন, কর্ম্মবিমুখ জীবনের প্রতি লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারি। সীমাবদ্ধ স্থানবিশেষে নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তক অভ্যাসে এবং বাস্তবের সঙ্গে সম্বন্ধবিহীন শিক্ষাপ্রণালীর প্রয়োগে দাসসুলভ মনোবৃত্তিরই পরিপুষ্টিসাধন সম্ভবপর; উহা দ্বারা প্রাণবান্, চিন্তাশীল, কর্ম্মক্ষম মানুষ তৈরী হয় না।

কবির ভাষায় বলা যাইতে পারে, "শিক্ষাকে জীবনযাত্রা হ'তে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে, তাকে বিদ্যালয়ে গড়া কৃত্রিম করে তুলতে তার অনেকখানি আমাদের ব্যর্থ হ'য়ে যায়, বিদ্যালয়ের প্রধান লক্ষ্য এই যে, এখানে ছাত্রেরা বিদ্যাশিক্ষাকে তাদের প্রাণপ্রকৃতির ও মনপ্রকৃতির বিচিত্রলীলার অঙ্গরূপে যেন গ্রহণ করিতে পারে।

প্রচলিত শিক্ষার বর্ত্তমান প্রণালীতে উক্ত কোন উদ্দেশ্যই সাধিত হয় না। মহাত্মা গান্ধী সরকার পরিচালিত শিক্ষাপ্রণালী ও জাতীয় শিক্ষা-প্রণালীর পার্থক্য নির্ণয় করিতে যাইয়া অতি পরিষ্কার ভাবে কথাটি বলিয়াছেন :—"In my opinion, the existing system of education is defective, apart from its associations with an utterly unjust government, in three most imporant matters. (i) It is based upon foreign culture. (ii) It ignores the culture of the heart and the hand and con fines itself singly to the head. (iii) Real education is impossible through a foreign medium."

"আমার মতে, বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী যে একটা সম্পূর্ণ ন্যায়বিমুখ সরকারের সহিত যুক্ত বলিয়াই দোষী, তাহা নয় ; ইহার অন্তর্নিহিত ত্রুটির জন্যই বর্জ্জনীয়, (১) ইহা দেশীয় শিক্ষার সম্পূর্ণ বর্জ্জনে বিদেশীয় সভ্যতার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। (২) এই শিক্ষা হৃদয় ও কর্ম্মপটুতাকে অগ্রাহ্য করিয়া কেবল মস্তিষ্ক লইয়াই ব্যস্ত। (৩) বিজাতীয় ভাষা কখনই প্রকৃত শিক্ষার বাহন হইতে পারে না।"

ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য এবং শক্তি অনুসারে শিক্ষার্থীর শিক্ষার বিধান করিতে হইবে। সুতরাং শিক্ষার এমন ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য, যাহা বিদ্যা-র্থীর শক্তি রুচি এবং দৈহিক ও মানসিক সামর্থ্য সম্যক্ হিসাব করিয়া

তাহাদের বিকাশ সাধনে শিক্ষার্থীকে সহায়তা করে। শক্তিসামর্থ্য নির্ব্বিশেষে প্রতি শিক্ষার্থীকেই নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ করিবার চেষ্টা কতবার বিফল হইয়াছে, কত জীবন ব্যর্থ করিয়াছে কত অর্থ অপব্যয় করিয়াছে, কত আশার ক্ষেত্রে নিরাশার সৃষ্টি করিয়াছে, কত শিক্ষার্থীর মনে বিভীষিকা উৎপাদন করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষাবিমুখ করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

বর্ত্তমান শিক্ষা ব্যয়বহুল এবং তাহাতে স্বদেশের সহিত বিদ্যার্থীর কোনও যোগ সংসাধনের প্রয়াস নাই, পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং শিক্ষার ফলে যুবকদল জীবনী-শক্তি হারাইয়া অনিশ্চিতের অন্ধকারে, বস্তুতন্ত্রহীন শিক্ষার আবহাওয়ায় অস্বাভাবিক ভাবে গড়িয়া উঠে। উহারই ফলস্বরূপ স্বদেশের সঙ্গে ইহাদের বিচ্ছেদ ক্রমশঃ অধিক হইয়া উঠিতেছে। দেশের সঙ্গে এমন সংশ্রবহীনতা, স্বদেশীয় সভ্যতার প্রতি এরূপ অবজ্ঞা, অশ্রদ্ধা পাশ্চাত্য শিক্ষার অন্যতম ফল ;—ইহাকেই মিষ্টার উড্রফ্ denationalising and devitalising বলিয়াছেন। আমলা তন্ত্রের এই যে সর্ব্বনাশিনী প্রণালী, তাহাতে শিক্ষার্থীর জীবনে আনন্দের ব্যবস্থা না করিয়া শিক্ষার ক্ষেত্রকে নিরানন্দ এবং নৈরাশ্যতামসে আচ্ছন্ন করে। শিক্ষার ক্ষেত্রের প্রভাব শিক্ষার্থীর জীবনে অনিবার্য্য। সুতরাং এমন প্রণালী অবলম্বন করিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহাতে আনন্দের স্থান সুনির্দ্দিষ্ট থাকে।

রাশীকৃত পুস্তকের বোঝার চেয়ে শিক্ষকের ব্যক্তিগত জীবনের প্রভাবের প্রতি অধিক লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রবোধয়িতা নিজ চরিত্র, শিক্ষা, প্রসন্নভাব সাহায্যে আনন্দচঞ্চল প্রকৃতির উদার বক্ষে উৎসুক জিজ্ঞাসুর চিত্তমুকুলের প্রথম বিকাশ সাধনোৎসব সম্পন্ন করিবেন। শিক্ষার্থীগণ হইবে তাহারই জীবনের প্রতিচ্ছবি। আচার্য্যের পবিত্র চরিত্রোজ্জ্বল দিব্য স্বভাব এবং প্রকৃতিগত সংযমজনিত সঞ্চিত শক্তি এবং "স্বাভাবিকী

জ্ঞানক্রিয়াচ" প্রভৃতি ঐশী শক্তির বিকাশ রাত্রিন্দিবং গুরুদেবেরই অনুরূপে জীবন গঠনে শিষ্যকে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করিবে।

প্রাচীর-বেষ্টিত সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের পরিবর্ত্তে বৈচিত্র্যময় বৃহত্তর জগতের সঙ্গে শিশুচিত্তের সংযোগ সাধন করিয়া তাহাকে উত্তরোত্তর ভূমার দিকে লইয়া যাইতে হইবে। দিগন্তবিস্তৃত উন্মুক্ত প্রান্তর, শ্যামল অরণ্য, বিস্তীর্ণ স্রোতস্বিনী শিশুর জীবনে পর্য্যবেক্ষণস্পৃহা জন্মাইয়া তাহার রঞ্জিনী-বৃত্তির উন্মেষ-সাধন ও অনুশীলনদ্বারা শিশুচিত্তকে নিত্য নূতন পথে পরিচালিত করিবে। এইরূপে তরুণ বিদ্যার্থীগণ নিজ নিজ জীবনে সুন্দরের উপলব্ধি করিবার সুযোগ পাইবে। তাহাদের শিক্ষা সুন্দরের পরিচয়ে সৌন্দর্য্যমণ্ডিত হইয়া সত্য-শিবের সাধনায় উত্তরোত্তর তাহাদিগকে অনুপ্রাণিত ও প্রণোদিত করিবে পক্ষান্তরে, সাহিত্যের চর্চ্চা, গণিতের অধিকার, বিজ্ঞানের অনুশীলন, জন্মভূমি এবং পৃথিবীর ঐতিহাসিক এবং ভৌগোলিক বৃত্তান্তের সঙ্গে পরিচয়ও সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিলে চলিবে না। শিক্ষার ক্ষেত্রকে সঙ্কীর্ণ না করিয়া, জীবনকে উদারতর, প্রশস্ততর ক্ষেত্রে সর্ব্বতোমুখী উন্নতি সাধনের সুযোগ দিতে হইবে। জীবনকে কেবল শিক্ষাবিশেষের কঠোর বেষ্টনীবদ্ধ না রাখিয়া, অপরাপর জ্ঞাতব্য বিষয়েও অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ প্রদান করিয়া, স্বাস্থ্য, শক্তি, সংযম, আনন্দের সহিত গভীর জ্ঞানের সংমিশ্রণে অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য ও পরিপূর্ণতা লাভের শক্তিতে তাহাকে সক্ষম করিয়া তুলিতে হইবে। যে আবহাওয়ায় ঈদৃশী শিক্ষার সুব্যবস্থা সম্ভবপর হইতে পারে, দেশ ও জাতির সেই দিকে দৃষ্টিপাত করা উচিত।

লক্ষ্য রাখিতে হইবে ধনী, নির্ধন, উচ্চবর্ণ এবং তথাকথিত নিম্নবর্ণ—শিক্ষায় সকলের সমান অধিকার। প্রকৃত শিক্ষা ইহাদের কাহাকেও বঞ্চিত করিবে না। সুতরাং প্রয়োজন, শিক্ষাকে সুলভ, সহজপ্রাপ্য ও

অবৈতনিক করা ; আর তাহার বহুল প্রচারও আবশ্যক, এই ভাবনারই পরিণতি ও ফলস্বরূপ আমাদের এই শিক্ষায়তন। ইহাতে মনুষ্যত্বের উপাদানে দেহ, মন, হৃদয় ও মস্তিষ্কের স্বাভাবিক বিকাশ আমরা সাধন করিতে চাহি লক্ষ্য রাখিতে চাহি বিদ্যার্থীগণের স্ব স্ব বিশেষত্বের উপর। জাতীয় বৈশিষ্ট্যের উপলব্ধি সাধন, ধর্ম্ম বর্ণ এবং জাতি সম্বন্ধে সাম্যভাবের পোষণ আমাদের শিক্ষার অন্যতম অঙ্গ। সর্ব্বোপরি দেশ-মাতৃকার সাধক ও সেবকরূপে ইহাদের গড়িয়া তোলাই বিদ্যায়তনের প্রধান ও প্রথম লক্ষ্য।

পূর্ব্ব বিভাগ।

শিক্ষাকাল—৪ বৎসর।

বয়স—৬ হইতে ১২।

শিক্ষণীয় বিষয়—বাংলা, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, চিত্রাঙ্কণ, সঙ্গীত* অভিনয় আবৃত্তি উদ্যান-রচনা, সূতা-কাটা, তুলা-ধোনা, বিজ্ঞান (সাধারণ জ্ঞান)

উক্ত সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থীকে এমন ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে হইবে, যাহাতে সে বাংলা ভাষার সাধারণ পুস্তকসমূহ এবং সংবাদপত্রাদি পাঠ করিতে ও তদর্থ গ্রহণে সমর্থ হয়। আমরা মনে করি যে, আমাদের দেশের প্রত্যেক স্ত্রীপুরুষেরই অন্ততঃপক্ষে এই পর্য্যন্ত শিক্ষা লাভ করা বাধ্যতামূলক হওয়া যুক্তিসঙ্গত।

উত্তর-বিভাগ।

শিক্ষাকাল—৪ বৎসর।

শিক্ষণীয় বিষয়—বাংলা সাহিত্য, ইংরেজী, সংস্কৃত ও হিন্দি সাহিত্যের সাধারণ জ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, চিত্রাঙ্কন, কৃষি রাষ্ট্রনীতি, অর্থশাস্ত্র,—এতদ্ব্যতীত পূর্ব্ব বিভাগের

অন্যান্য বিষয় সমূহেও বিদ্যার্থীদিগের পারদর্শিতা লাভ করিতে হয়। সংস্কৃত শিক্ষা করা না করা বিদ্যার্থীর ইচ্ছাধীন। বলা বাহুল্য, উত্তর-বিভাগেও শিক্ষার বাহন হইবে মাতৃভাষা।

এই প্রকার শিক্ষার ফলে ছাত্রদিগের অন্তরে স্বাধীন চিন্তার বিকাশ এবং অধ্যয়নস্পৃহা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া উঠিবে। সীমাবদ্ধ জ্ঞানলাভ করিলেই যে ছাত্রজীবনের উদ্দেশ্য সার্থক হইল, তাহা আমরা মনে করি না। প্রত্যেক ছাত্র যাহাতে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিবার সময় অধিকতর জ্ঞানোপার্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিয়া স্বাবলম্বন ও স্বাধীনতার আদর্শ নিজ নিজ জীবনে সফল করিয়া তুলিবার জন্য একটা অদম্য প্রচেষ্টা লইয়া বাহির হয়, তাহাই আমাদের লক্ষ্য।

শিল্প ও বিজ্ঞান বিভাগ।

১। শিক্ষার্থীগণ যাহাতে স্বাধীন ভাবে সদুপায়ে স্ব স্ব জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ সমস্যা সমাধান করিতে সমর্থ হয়, সেই উদ্দেশ্যে এই শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

২। উত্তর বিভাগীয় শিক্ষা পরিসমাপ্তির পর, শিক্ষার্থীগণের যোগ্যতা রুচি ও শক্তি অনুযায়ী নিম্নলিখিত বিভাগের যে কোনও একটি কার্য্যে বিশেষ দক্ষতা অর্জ্জনের সুব্যবস্থা আছে।

(i) তক্ষণ বিদ্যা (Carpentry)। (ii) সীবন (Tailoring) *। (iii) কৃষি ও উদ্যানরচনা (Agriculture & garding))* (iv) রঞ্জন এবং পার ছাপান (Dying & Printing) (v) বয়ন (Weaving) *। (vi) চিকিৎসা বিজ্ঞান (Medical science)। (vii) খদ্দর কার্য্য (Khadi work)। (viii) বই বাঁধান (Book Binding)

(ix) উত্তর বিভাগের শিক্ষা সমাপ্ত হইলে ভাষাজ্ঞান হিসাবে বিশেষ কোনও বিষয়ে বুৎপত্তি লাভার্থ শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থাও আছে।

শিক্ষা-ভবন।

(Residential arrangements at Comilla Asram)

আশ্রমের শিক্ষা ভবন মঙ্গলময়ের শুভাশীর্ব্বাদ মাথায় বহন করিয়া দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিতে চলিল। এই ভবনে শিক্ষকগণ ও ছাত্রদিগের একত্র বসবাসের ফলে ভীতির পরিবর্ত্তে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করিবার সুযোগ ঘটে। বিদ্যার্থীগণ স্নেহশীল শিক্ষকগণের সস্নেহ দৃষ্টির অধীনে জীবন যাপন করিয়া উভয়ের জীবনকে মধুময় করিয়া তোলে। এখানকার বিদ্যার্থীরা শিক্ষকগণের সঙ্গে আশ্রমের প্রতি কার্য্যে ও অনুষ্ঠানাদিতে প্রত্যেকেই যথাশক্তি সাহায্য করে এবং আশ্রমের আদর্শানুযায়ী জীবন-গঠনের স্পৃহা তাহাদেরও মধ্যে অলক্ষিতে প্রবেশ লাভ করিয়া ক্রমশঃই তাহাদিগকে উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া দেয়। তরুণ শিষ্যের ভাব-সমূহও সাধু গুরুর স্বচ্ছহৃদয়ে পতিত, রঞ্জিত ও প্রতিফলিত হইয়া উজ্জ্বলতর নীতির সিদ্ধ-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বালকচিত্তকে বিশ্বের কর্ত্তব্য পথে ও সুন্দরের পূর্ণসাধনার দিকে আকর্ষণ করে। এই আদান প্রদান—গুরুশিষ্যের এই মধুর প্রেমলীলা—উভয়েরই জীবনকে কল্যাণ ও শ্রীতে মণ্ডিত করিয়া তোলে। ইহারই বিচ্ছুরিত লীলারসে আশ্রমের কঠোর কর্ম্মজীবনকে স্নেহপ্রেমের নির্ম্মল ফল্গুধারায় সরস করিয়া তোলে।

নিয়মাবলী

এই ভবনে ৮ হইতে ১২ বৎসরের বালকগণকে শিক্ষার্থীরূপে গ্রহণ করা হইয়া থাকে। শিক্ষার্থীরা আশ্রম-সেবকদের সহিত একত্র ভোজন

ও নিয়মিতরূপে তাহাদিগকে রন্ধনকার্য্যেও সাহায্য করিয়া থাকে। সেবকদিগের ন্যায় তাহাদিগকেও বাসগৃহ, বস্ত্র ও গৃহের চতুষ্পার্শ্ব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে হয়। আশ্রমের প্রাতঃ ও সান্ধ্য উপাসনায় প্রতিদিন শিক্ষার্থীগণও যোগ দিয়া থাকে। উদ্যানরচনা এবং কৃষিকার্য্যও তাহারা করিয়া থাকে।

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মাসিক ব্যয় ১৩৲ টাকা, অভিভাবকগণকে প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে ঐ টাকা দিতে হয়। যাতায়াতের ব্যয় ও তাহাদিগকেই বহন করিতে হয়। শিক্ষার্থীগণ ইচ্ছা করিলে বৎসরে,— সাধারণতঃ পূজার সময় একমাস কাল ছুটি পাইতে পারেন, অভিভাবকগণ প্রয়োজন বোধ করিলে, আসিয়া দেখিয়াও যাইতে পারেন। শিক্ষার্থী গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে, তাহার কোন মারাত্মক বা সংক্রামক অথবা দীর্ঘ-কালস্থায়ী রোগ আছে কিনা পরীক্ষা করিয়া লওয়া হয়। প্রতি বৎসর ফাল্গুন হইতে বর্ষ আরম্ভ হইয়া থাকে। শিক্ষাভবনের বালকগণ আশ্রমের শিক্ষায়তনে অধ্যয়ন করিয়া থাকে। শরীর পোষণোপযোগী পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা আছে—(প্রাতরাশ, মধ্যাহ্নভোজন, অপরাহ্নে জলযোগ এবং নৈশ ভোজন।)

বর্ত্তমান অবস্থা।

বর্ত্তমানে এই ভবনে ১০ জন শিক্ষার্থী শিক্ষালাভ করিতেছে ও ৫ জন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে আছে। এই শিক্ষকগণ যে কেবল ছাত্রদিগের উপদেষ্টা এবং পাঠাভ্যাসের সহায় তাহাই নহে। তাহারা সস্নেহ শাসকও বটেন এবং ক্রিড়া ও ব্যায়ামাদিতে তাহাদের সহযোগীরূপেও বিদ্যমান থাকেন। এইরূপে ছাত্র এবং শিক্ষক উভয়ের মধ্যে একটা অচ্ছেদ্য প্রীতির বন্ধন স্থাপিত হয়। সুযোগ উপস্থিত হইলে, শিক্ষকগণের সমভিব্যাহারে

বিদ্যার্থীরা ভ্রমণে বাহির হইয়া অভিজ্ঞতা এবং আনন্দলাভের সুযোগ পায়। আনন্দই শিক্ষার প্রাণ। আনন্দের মধ্যে দিয়া শিক্ষা প্রদান এবং শিক্ষার মধ্যে আনন্দ সঞ্চার উদ্দেশ্যেই এই জাতীয় ভ্রমণের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। শিক্ষাপ্রদ হয় বলিয়াই কিঞ্চিদধিক অর্থব্যয় ঘটিলেও ইহা সার্থক হয়। বিদ্যার্থীরা আশ্রম গ্রন্থাগারের পুস্তক দৈনিক সাপ্তাহিক মাসিক পত্রিকাদি ব্যবহারের যথেষ্ট সুযোগ পায় এবং যাহাতে তাহারা রীতিমত পুস্তকাদি পাঠ করিয়া জ্ঞানলাভ করিতে পারে, তদ্বিষয়ে সবিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়।

ব্রতীদল।

প্রধানতঃ আশ্রমবাসী শিক্ষার্থীগণ দ্বারাই একটী ব্রতীদল গঠন করা হইয়াছে। "বিচিত্র সেবা প্রতিষ্ঠানের দ্বারা বালকদিগের চিত্ত বিকাশের সহায়তা করাই ব্রতী বালক আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য।" বালকগণ সমস্ত পল্লীর সহিত নিজেদের প্রকৃত সম্বন্ধ অনুভব করিতে শিক্ষা করিবে। প্রতিবেশীগণের দুঃখ বিপদের সময় সহানুভূতি ও শ্রদ্ধাপূর্ণ সেবা দ্বারা তাহাদের মধ্যে এই অনুভূতি প্রসারিত হইবে। "অনেক শতাব্দী ধ'রে নিজের মধ্যে তার বিধাতা তাকে যে শক্তি দিয়াছেন তাকে মানুষ খুঁজে পায় নি ; যে রাজপুত্র, সে ভিক্ষা করে ফিরেছে। "বালকগণের মধ্যে কল্যাণের যে শক্তি নানা জঞ্জালে, নানা বাধায় প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছিল তাহাকে আবিষ্কার করার আনন্দলাভ আর সেই শক্তিকে জাগ্রত করাই এই ব্রতীদল গঠনের উদ্দেশ্য।

ব্রতী দলের সভ্যগণ যাহাতে নিয়মানুবর্ত্তিতা, চরিত্র গঠন ও স্বাদেশিকতা বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে পারেন, তজ্জন্য উপদেশদানের ও প্রতি রবিবারে ড্রিল করাইবারও ব্যবস্থা আছে।

প্রতি সাপ্তাহিক অধিবেশনে প্রত্যেক ব্রতীবালককেই নিজ হস্তে কাটা ৫০০ গজ সূতা সঙ্ঘের চাঁদা দিতে হয়। ভবিষ্যতে যাহাতে এই সঙ্ঘ একটী বিরাট জাতীয় সঙ্ঘে পরিণত হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই ইহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

কুমিল্লা,
১৩৩৩ সাল।

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,
প্রেসিডেন্ট, অভয় আশ্রম।

---

৬ পৃষ্ঠার (*) তারকা চিহ্নিত বিভাগগুলি ভবিষ্যতে খোলা হইবে।

IMPERIAL LIBRARY

প্রিন্টার—ললিতচন্দ্র চৌধুরী। সিংহ প্রেস কুমিল্লা।
কুমিল্লা অভয় আশ্রম হইতে প্রকাশিত।